সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী মেহেরপুরের রাফিজা আলম লাকি

ত্রয়োাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হয়েছেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট রাফিজা আলম লাকি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

এলাকার উন্নয়ন সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি সকলের আন্তরিক দোয়া, সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, জেলাবাসীর আস্থা, পরামর্শ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টাই মেহেরপুরকে আরো সমৃদ্ধ ও এগিয়ে নেওয়ার প্রেরণা।

ছাত্র জীবন থেকেই জাতীয়তাবাদী দলের সাথে সম্পৃক্ত। সেন্ট্রাল ’ল’ কলেজে অধ্যয়ন কালেও তিনি আইন ছাত্র ফোরামের এর সদস্য ছিলেন। ২০০৬ সালে আইন পেশায় যুক্ত হয়েও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য। ২০১১-১২ সালে ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৪-১৫ সালে সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসেবে কমিটি সফলভাবে পরিচালনা করেন। জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস)-এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন থানা কমিটি দক্ষভাবে গঠন করেন।

বিএনপি ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ঘোষিত সকল আন্দোলনে মাঠ পর্যায়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। সুপ্রীম কোর্টের সামনে জলকামান ও লাল গরম পানির বাধা সত্বেও অংশ গ্রহণ করেন এবং দলের নেত্রীর বিরুদ্ধে অন্যায় রায়ের প্রতিবাদে পুলিশের লাঠি চার্জের মুখে রাস্তাায় নেমে আন্দোলন করেন। একদফা আন্দোলনে পুলিশের আঘাতে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছিলেন যার খোঁজখবর দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দ নেন। জাসাসের মিছিল ও মিটিংয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রতিবাদী গান পরিবেশন ও ব্যঙ্গ নাটকে অভিনয় করেন।

২০১৪ সালের নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসন থেকে দলীয় মনোনয়নের জন্য প্রার্থী ছিলেন। জেলা আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদক ও তৃণমূল নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং ৩১দফা প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর প্রচারণায় সহযোগিতা এবং অন্যান্য মহিলা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কার্যক্রম করেন।
তিনি স্পষ্টবাদী, বলিষ্ঠ ও আপোষহীন আইনজীবী। মামলা সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে আইনের আলোকে দ্রুত পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। দলের প্রতি তিনি নির্ভীক আনুগত্যশীল।

১৯৯৮ সাল থেকে আইন ছাত্র ফোরামের সদস্য, ২০০৬ সাল থেকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য এবং যুগ্ম আহ্বায়ক, জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস), মহানগর উত্তর।

সংরক্ষিত নারী আসনে কেমন নারী দেখতে চাই দেশবাসী।

জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে শিক্ষিত, মার্জিত, নীতিবান, দক্ষ অভিজ্ঞ, নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন, সমাজ সংস্কারক, নারীর অধিকার ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন। এক্ষেত্রে অ্যাডভোকেট রাফিজা আলম লাকী যথেষ্ট যোগ্য বলে জনগণ মনে করেন।

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী আমিরুল ইসলামের গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশী মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্নআহবায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়ন সহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪ টাই গণসংযোগ এর উদ্দেশ্যে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামে বাজারে পৌঁছালে কোমরপুর গ্রামের বিএনপি নেতা কর্মীরা তাকে স্বাগত জানান।

তিনি মহাজনপুর ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে গণসংযোগ পথসভা ও ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় সাধারণ জনগনের মাঝে তারেক জিয়ার ৩১ দফা দাবি বাস্তবায়ন সহ ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রদানে জনগনকে উৎসাহিত করেন তিনি।

এ সময় মহাজনপুর ইউনিয়নের গ্রামগুলোর বিএনপি’র নেতা কর্মী ও সমর্থকরা রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান এবং আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জাতীয়তাবাদী দলকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার অঙ্গীকার করেন।

গণসংযোগকালে পথসভায় বিএনপি’র নেতা কর্মী ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ১৬ বছর আওয়ামী লীগের জুলুম নির্যাতন সহ্য করে আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন একটি দেশ পেয়েছি।

আপনারা জাতীয়তাবাদী শক্তিকে শক্তিশালী করে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসিয়ে ১৬ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের সফলতা নিয়ে আসব। বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান যাকে ধানের শীষের প্রতীক দিয়ে আমাদের মাঝে পাঠাবেন আমরা তার হয়ে একযোগে ধানের শীষের পক্ষে ভোট করে তার বিজয় সুনিশ্চিত করব।

গণসংযোগকালে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আনোয়ারুল হক কালু, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম,সাধারণ সম্পাদক ইসলাম আলী,মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রায়হান কবীর,সাধারন সম্পাদক আনিসুজ্জামান টুটুল, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি হাফিজুর, সাধারন সম্পাদক জিয়াউর রহমান, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম মেহেরপুর সরকারী কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহিম আহনাফ লিংকনসহ মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়ন,ওয়ার্ড,গ্রাম বিএনপি নেতাকর্মী বৃন্দ সহ মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি, যুবদল কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ঐক্যবদ্ধ সংবাদ সম্মেলনে বাধা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের কতিপয় মনোনয়ন প্রত্যাশীদের ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী একটি বিশেষ সংবাদ সম্মেলনের পূর্বে এমপি সমর্থিত নেতা কর্মিরা পূর্বে ঘোষিত জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সহ আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের কতিপয় মনোনয়ন প্রত্যাশীগণ উপস্থিতে সম্মেলন বাধা দেয়ার চেষ্টা চালালে দর্শনা বাস স্ট্যান্ড এলাকা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের চেষ্টায় উভয়কে শান্ত থাকার অনুরোধ করলে এমপির পক্ষে দুরে অবস্থান নেয়।

পরিস্থিতি শান্ত হলে অপূর্ব ঘোষিত সংবাদ সম্মেলন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মন্জুর সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, তিনি লিখিত বক্তব্যের শুরুতেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব,জাতীয় চার নেতা শহীদ নজরুল ইসলাম, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও শহীদ কামরুজ্জামান এবং জাতির গৌরব ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যে ৩০ লক্ষ বাঙালি জীবন দিয়েছেন ও ২ লক্ষ মা বোন যারা সম্ভ্রম হারিয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এই চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের অন্তর্গত নাটুদহ ইউনিয়নের আট কবর, জীবননগর উপজেলাধীন ধোপাখালীর শহীদ স্মৃতিসৌধ ও দামুড়হুদা উপজেলাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের হৈবৎতপুর স্মৃতিসৌধে শায়িত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে।

এছাড়া এ অঞ্চলের অনেক বীর সন্তান যারা মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশ মাতৃকার জন্য অকাতরে জীবন দিয়েছেন- রক্ত দিয়েছেন তাদেরকেও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শোষণ বঞ্চনামুক্ত, ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই গোটা বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে

মাহমুদ লল্টু, ছাত্রনেতা ও সাধারণ সম্পাদক ঢাকাস্থ চুয়াডাঙ্গা জেলা সমিতি, ডঃ হামিদুর রহমান সাবেক মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নজরুল ইসলাম সভাপতি জীবননগর থানা আওয়ামী লীগ, আব্দুল লতিফ অমল সম্পাদক জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগ অ্যাডভোকেট শাহরিয়ার কবির সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, এয়ার কমান্ডার মোঃ আবু বক্কর সাবেক ভি পি দর্শনা সরকারি কলেজ, নুর হাকিম সম্পাদক ও প্রকাশক সকলের সময়।

বক্তব্য শেষে নেতারা যানান আগামি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উপস্থিত দশ জন মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনা যাকে মনোনয়ন দেবেন তার পক্ষে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে নৌকার বিজয় নিশ্চিত করব।

আওয়ামী লীগের ডজন, বিএনপির তিন, জামায়াতের একক প্রার্থী

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বস্থানীয় ব্যাক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় চালিয়ে যাচ্ছেন জনসমর্থনের চেষ্টা । ইতোমধ্যে বিভিন্ন দল থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীর জনসমাবেশ করে জানান দিয়ে শুরু করেছেন নির্বাচনী প্রস্তুতি।

স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে মেহেরপুর-২(গাংনী)আসনের নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে নতুন চমক থাকতে পারে বলে তৃণমুল নেতাকর্মীদের মধ্যে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীরা সরকারের সাফল্য তুলে ধরে মিটিং, মিছিল,গণজমায়েত,উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দির্ঘদিনের সাফল্যের বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে জানান দিয়ে নিজের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করছেন। এতে গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের মধ্যে গ্রুপিং রাজনীতির শুরু হয়েছে। তৃণমুল নেতাকর্মীরা কোন নেতার কাছে যাবেন এ নিয়েও পড়েছেন দ্বিধাদন্দে। তবে দলীয় স্বার্থে সকলেও ডাকেই নিজ কৌশলে উপস্থিতি দেখানোর চেষ্টা করছেন।

অন্য দিকে বিএনপি,জামায়াতে ইসলামী,জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের লোকজনও বসে নেই। তারাও তাদের নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের নিজস্ব কৌশলে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে জনসর্থন থাক আর না থাক বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে ডজন খানেক নেতাকর্মীরা মনোয়ন চাইবেন বলে স্ব-স্ব সুত্রে জানা গেছে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবার জনগনের সাথে সম্পৃক্ত ও উন্নয়ন দেখে সঠিক নেতা নির্বাচন করেবন আওয়ামীলীগের ভোটাররা। নেতাদের আদর্শ ও বৈশিষ্ট নিয়ে পাড়া মহল্লা ও চায়ের দোকানে বসে গল্পে গল্পে চলছে চুলচেরা বিশ্লেসন। সাধারণ মানুষ যার কাছে মুল্যায়িত হবে তাকেই বেছে নেবেন সাধারণ মানুষ।

সুত্র জানায়, বর্তমান সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন আবারও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন। তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করে গানী উপজেলায় বিভিন্ন উনয়নমুলক কার্যক্রম করে জনমনে অনেকটাই প্রসংশিত । স্কুল,কলেজ,মসজিদ মাদ্রাসা,রাস্তাসহ বিভিন্ন স্থানে বর্তমান সংসদ সদস্যের অবদানকে মানুষ মনে রাখবেন বলে দাবী করে আবারও নৌকার পক্ষে মনোনয়ন পেলে নৌকার বিজয় নিশ্চিত মনে করছেন। বর্তমান সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন তার নির্বাচনী এলাকায় কৃষকদের জীবন রক্ষায় ‘‘শেখ হাসিনা কৃষক ছাউনি’’ করে আলোচিত হয়েছেন। তিনিও বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন তুলে ধরে মিটিং সমাবেশ অব্যাহত রেখেছেন। চেষ্টা করছেন গ্রাম গঞ্জের তৃণমুল নেতাকর্মীদের সাথে রেখে আগামী নির্বাচনে নৌকার মনোনয়ন পাওয়ার প্রত্যাশা করছেন।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক তার নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে নির্বাচনী এলাকা পরিদর্শন করছেন। দ্বিতীয় বারের মত জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে মেহেরপুররর আওয়ামীলীগকে সুসংগঠিত করেছেন। বিভিন্ন গ্রামে ও পাড়া মহল্লায় গণমাবেশ করছেন। তিনিও এবার নির্বাচনে আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন।

গাংনীর দুই বারের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন আবারও নৌকার পক্ষে মনোনয়ন চাইবেন। তিনি দির্ঘদিন থেকে আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে দুই বার সংসদ সদস্য হিসেবে গাংনীর মানুষের সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এক বার

তিনি নৌকার বিরদ্ধে ভোট করে নির্বাচিত হন। এবারও তিনি মনোনয়ন চাইবেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ থেকে। মকবুল হোসেন গাংনীর মানুষের কাছে প্রবীণ নেতা হিসেবে পরিচিত। কয়েকদিন আগেও তিনি ১৫ আগষ্টের একটি যুবলীগের একটি আলোচনা সভায় সব চেয়ে বেশি লোকসমাগম হওয়ায় আবারও তিনি আলোচনায়। স্বতন্ত্র নির্বাচন করায় তিনি আওয়ামীলীগ থেকে ছিটকে গেছেন নাকি আওয়ামীলীগ তাকে মুল্যায়ন করবেন এনিয় শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন।

গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোখলেছুর রহমান মুকুল। তিনি গাংনীর আওয়ামীলীগ রাজনীতিতে নতুন দলীয় পদ পেয়ে উপজেলা আওয়ামীলীগকে নতুন করে সুসংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। সুবিধাবঞ্চিত আওয়ামীলীগ কর্মিদের সাথ নিয়ে মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন॥ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় ঘোষিত সকল প্রোগাম করছেন । রাজনীতিতে নতুন পদ পেলেও স্বল্প সময়ে আলোচনায় এসছেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে। তিনিও গ্রামে গ্রামে নৌকার পক্ষে ভাট চাইছেন। আসন্ন জাতীয় সংসদ নিবার্চনে তিনি আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন বলে নিশ্চিত করেছেন॥ তার কাজ কর্মে অনেকের কাছেই বিশ্বস্ত হতে শুরু করেছেন বলেও দাবী করেন তিনি। মনোনয়ন পেলে গাংনী আসনে বিপুল ভোটে নৌকার বিজয় হবে বলে তার সমিকরণ।

গাংনী পৌরসভার একাধিক বার নির্বাচিত মেয়র আহমেদ আলী আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গহন করবেন বলে জানিয়েছেন। বিএনপি জোট সরকারের অমলে তিনি মামলা হামলার শিকার হয়েছিলেন। আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আহমেদ আলীকে নৌকার মনোনয়ন দিলে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। জনপ্রিয়তায় তিনি একাধিকবার মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় তিনি এবার মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চাইবেন।

ডাক্তার এসএম নাজমুল হক সাগর। তিনি বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি গণপরিষদ সদস্য ও একাত্তর পরবর্তী সময়রের এমপি নুরুল হকের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র। তিনিও আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গহন করার জন্য নেতাকর্মীদের উজ্জীবীত করার লক্ষ্যে সভা -সমাবশ করছেন। পিতার উত্তরসূরি হিসেবে আওয়ামীলীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন।

মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন। তিনিও ছাত্র জীবন থেকে পারিবারিক ভাবেই আওয়ামীলীগের রাজনীতির

জন্য আবেদন করবেন।

একই সাখে গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের সাবেক ছাত্র লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম রিন্টু চাইবেন বাংলাদেশ আওয়মীলীগ থেকে মনোনয়ন। তিনিও গাংনীর বিভিন্ন গ্রামে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে নৌকার পক্ষে ভোট চাইছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে তিন জন প্রার্থী মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ আমজাদ হোসেন বর্তমানে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শারীরীক অসুস্থতার কারনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি কিছুটা জন-বিচ্ছিন্ন। উপজেলা পর্যায়ে কোন মিটিং মিছিলে তার অংশগ্রহন চোখে পড়েনা বলে বিএনপি সমর্থকারিদের।

সে কারনে যে সকল নেতাকর্মীরা বর্তমান সরকারের সময় পর্যন্ত মামলা,হামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের মুল্যায়ন চাইবেন বিএনপির সাধারণ ভোটার থেকে শুরু করে তৃণমুল নেতাকর্মীরা। মামলা হামলার মধ্যে থেকেও গাংনী উপজেলা বিএনপিকে সুসংগঠিত করে রেখেছেন এমন নেতাদের মুল্যায়ন চাইছেন বিএনপি মনা মানুষ।

অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গাংনী উপজেলা বিএনপিকে সুসংগঠিত করে বিভিন্ন সময় মিটিং মিছিল,পদযাত্রা ও সরকারি বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেছেন তিনি। মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে ধানের,শীষে মনোনয়ন চাইবেন জাভেদ মাসুদ মিল্টন। তবে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে তিনি কিছুই করবেন না বলে জানিয়েছেন।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনিও এবার দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএনপি থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশী। ক্ষমতাশীন দলের করা মামলায় জর্জরিত আসাদুজ্জামান বাবলু। গাংনী উপজেলা বিএনপিকে গুছিয়ে রাখতে তার অবদান ও ভুমিকা রয়েছে যথেষ্ট। মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের কাছে অনেক জনপ্রিয়। তিনিও দলীয় বিএনপি দলীয় মনোনয়ন চাইবেন। মনোনয়ন পেলে গাংনী আসন বিএনপি জয়লাভ করবে বলেও তিনি তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে, তলে তলে দলকে চাঙ্গা রাখতে আসাদুজ্জমান বাবলু’র ভ’মিকা অস্বীকার করার মত নয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর মেহেরপুর জেলা শাখার সুরা সদস্য মোঃ নাজমুল হুদা মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের জন্য মনোয়ন চাইবেন বলে জানিয়েছে। ইতোমধ্যে তিনি জনসমর্থন চাইতে বিভিন্ন এলাকায় পোষ্টার লিফলেটের মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলীয় মনোনয়ন পেলে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসন থেকে একক প্রার্থী হিসেবে নাজমুল হুদার নাম শোনা যাচ্ছে। দলীয় মনোনয়ন পেলে এবং সুষ্ঠ্য নির্বাচন হলে গাংনী আসনটি জামায়াত ইসলামী বিপুল ভোটের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।

এদিকে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন এনডিএম থেকে মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে তরুন পজন্মের প্রার্থী মোঃ জাবেদুর রহমান জনির নাম একক প্রার্থী হিসেবে ঘোষনা করেছে দলটি। গাংনী উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গাংনীর মানুষৈর প্রত্যাশা পুরুনে কাজ করতে চান জাবেদুর রহমান জনি। তিনিও আগামী দ্বাদশ জাতয় সংসদ নির্বাচনে এনডিএম থেকে মনোনয় পেলে ভোট যুদ্ধে শরিক হবেন। তবে সাধারণ মানুষের আপদ বিপদে পাশে থেকে সাধারণ মানুষের সেবা করার সুযোগ চান তিনি।

মেহেরপুরে আ.লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে চার প্রার্থী মাঠে

মেহেরপুরে রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী প্রার্থীরা বিভিন্ন সমাবেশ, গণসংযোগ, সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় শুরু করেছেন।

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে থেকে ৪ জন সম্ভাব্য প্রার্থী ইতোমধ্যে এসকল রাজনৈতিক কমূর্সচী শুরু করেছেন। তারা হলেন- জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য এম এ এস ইমন ও জেলা

কয়েক মাস ধরে মহিলা সমাবেশ ও দলীয় সমাবেশ করে নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন মহিলা সমাবেশ করে দলকে উজ্জীবিত করার কাজ করছেন।

এছাড়া কয়েকজন নেতা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চাইবেন বলে খবর পাওয়া গেলেও এখনো কোন ধরণের গণসংযোগ করতে দেখা যায়নি। তবে পরবর্তি পর্বে সকল প্রার্থীদের নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর উপজেলা মিলে মেহেরপুর-১ আসন। ২০০৮ সাল থেকে এই আসনের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দখলে। ২০০৮ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন।

নির্বাচনী হাওয়া নিয়ে ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশ আজকের পর্ব দিয়ে শুরু হলো। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন দলের সংবাদগুলো বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হবে। (চলমান)